সমকাল

05 FEB 2015

হরতাল

চবিতে বেশির ভাগ পরীক্ষা স্থগিত

■ ফরহান অভি, *চবি*

পাথর নিক্ষেপ করে হামলা চালানো হচ্ছে শাটল ট্রেনে। ভাংচুর করা হচ্ছে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বাস। শিক্ষার্থীদের বহনকারী বেসরকারি মিনিবাসেও দেওয়া হচ্ছে আগুন। অবরোধ-হরতালের এমন চিত্রের কারণে অচল হয়ে পড়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম। স্থগিত করা হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ বিভাগের পরীক্ষা। বন্ধ রয়েছে বেশির ভাগ বিভাগের শ্রেণী কার্যক্রমও। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দাপ্তরিক কার্যক্রম রয়েছে স্বাভাবিক।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক ড. মহিউদ্দিন বলেন, 'হরতাল-অবরোধের কারণে অনেক বিভাগই পরীক্ষা স্থগিত করেছে। বিভাগের পরীক্ষা কমিটি পরীক্ষা স্থগিত করলেও অনেক সময় তা পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে জানায় না। তাই সঠিকভাবে বলা যাচ্ছে না কতটি বিভাগ পরীক্ষা স্থগিত রয়েছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সিরাজ-উদ-দৌলা সমকালকে বলেন, হরতাল-অবরোধের প্রভাব চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একটু বেশি। শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও একই কারণে কম হয়ে থাকে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে কোনো ধরনের সমস্যা নেই।'

বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস জানায়, ফিন্যান্স বিভাগ, ম্যানেজমেন্ট বিভাগ, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ, ইতিহাস বিভাগ, আরবি বিভাগসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় অর্ধশত পরীক্ষা স্থগিত করতে হয়েছে অবরোধ-হরতালের কারণে। একই কারণে স্থগিত করতে হয়েছে যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বর্ষের চূড়ান্ত পরীক্ষার ফরম পূরণ কার্যক্রম।

শহর থেকে ২২ কিলোমিটার দূরে হাটহাজারী উপজেলায় চবির অবস্থান। ২৫ হাজার শিক্ষার্থীর বেশির ভাগই থাকেন শহরে। যাদের একমাত্র ভরসা শাটল ট্রেন। অবরোধকারীদের আক্রমণ থেকে রেহাই পায়নি শাটল ট্রেনও। গত ১৫ দিনে ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৮

চবিতে বেশিরভাগ

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

পাথর নিক্ষেপ করে শাটল ট্রেনে হামলা চালানোর ঘটনা ঘটেছে ছয়টি। নাশকতার আশঙ্কায় জানুয়ারি মাসে দুই দিন শাটল ট্রেন চলাচল বন্ধ রাখে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। ষোলশহর এলাকায় শাটল ট্রেন ছাড়ার মুহূর্তেই বিশ্ববিদ্যালয়গামী মিনিবাসে পেট্রোল বোমা জ্বালিয়ে আগুন দেয় অবরোধকারীরা। গত ২২ জানুয়ারি নগরীর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকবাসে ভাংচুর চালায় দুর্বৃত্তরা। এ প্রসঙ্গে যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী স্মরণিকা ধর সমকালকে বলেন, 'ভাংচুর-হামলা এসব যদি কোনো গাড়ি কিংবা সম্পদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত তাহলে ক্ষতিপূরণ করা সুযোগ ছিল; কিন্তু পেট্রোল বোমা মেরে যেভাবে মানুষ পোড়ানো হচ্ছে এ ক্ষতি পূরণের সাধ্য কারোরই নেই। এ পরিস্থিতিতে ক্লাস-পরীক্ষায় যোগদানের চেয়ে জীবন রক্ষা করা অনেক বেশি জরুরি হয়ে পড়েছে।